২০-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা তোমাদেরকে যেসব পাঠ পড়াচ্ছেন, সেটাই হল তাঁর কৃপা। তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ আগত নুতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য।"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা বাবার সামনে কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছে?

উত্তরঃ- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ – বাবা, তুমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এসেছ। আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজে তোমার সহযোগী হব। পবিত্র হয়ে, ভারতকে পবিত্র বানাব।

গীতঃ- ভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের লাইন শুনল। এটা হল স্কুল বা ইউনিভার্সিটি। কেমন ইউনিভার্সিটি? গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। এখানে গড ফাদার পড়ান অর্থাৎ ভগবানুবাচ। বেহদের বাবাকে গড ফাদার বলা হয়। লৌকিক বাবাকে গড বলা যাবে না। কেবল গডকেই সমস্ত মানুষ গড ফাদার বলে। তিনি সকলের পিতা। গড ফাদার হলেন এই সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা। লৌকিক সন্তানেরও একজন ফাদার থাকে, যাকে বাবা বলা হয়। ইনি হলেন বেহদের পারলৌকিক পিতা। লৌকিক বাবা তো এখানে অনেক রয়েছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ সন্তান থাকে। সুতরাং বেহদের বাবার কাছ থেকেও নিশ্চয়ই কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এখানে কে পড়ান? ভগবানুবাচ। দুনিয়াতে মানুষ ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি পড়ায়। এখানে তো বেহদের বাবা এসে পড়ান। সুতরাং তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ। তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানো হচ্ছে। তোমরা জানো যে ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব হয়। ভারত ভূমিই হল সবথেকে প্রাচীন। ৫ টি প্রধান ভূমি আছে, যাদের মধ্যে ভারত হল প্রথম। ভারতবাসীরা যখন নুতন ভারত ভূমিতে ছিল, তখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বের সময়ে এই ভারত একেবারে নুতন ছিল। তখন কেবল ভারত ভূমিই ছিল। সেই সময়ে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। রাজা-রানী লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন পবিত্র ছিল, সেই রকম ভারতও প্রচুর ধনী এবং হিরেতুল্য ছিল। এখন ভারত খুব কাঙাল এবং কড়িতুল্য হয়ে গেছে। স্বর্গে কোনো লড়াই ঝগড়া হত না। ভারত নির্বিকারী ছিল। বর্তমানে কলিযুগে ভারত অপবিত্র হয়ে গেছে। এখানে কতই না দুঃখ। এইরকম ভারতকে পুনরায় কে স্বর্গ বানান? বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। বেহদের বাবা-ই এইরকম বানান। কোনো মানুষ কখনও সদগতি দিতে পারবে না। পতিত মানুষ কখনও কাউকে পবিত্র বানাতে পারে না। স্বর্গে কখনও এইরকম বলা হবে না যে, হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কারণ ওখানে সকলেই পবিত্র ছিল। ভারত সদা-সুখী ছিল। ভারতকে পুনরায় সদা সুখী বানানো কেবল বাবার-ই কর্তব্য। ভারত শিবালয় ছিল। পরমপিতা পরমাত্মাকে শিব বলা হয়। ভারতে তাঁর জয়ন্তী পালন করা হয়। পরমাত্মা শিব, যিনি সকলের পিতা, তিনি এসেই সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। সেই বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে। কেবল সেই বাবাই হলেন শান্তিদাতা, সুখদাতা। ভারত স্বর্গ ছিল। তখন পবিত্রতাও ছিল, এবং সুখও ছিল। পিওরিটি (পবিত্রতা), পিস (শান্তি), প্রসপারিটি (সমৃদ্ধি) সবকিছুই ছিল। সন্ন্যাসীরাও

ভারতকে সহায়তা করার জন্য সন্ন্যাস করে, যাতে পবিত্রতার বল পাওয়া যায়। সমস্ত বিকারী মানুষ গিয়ে তাঁর কাছে মাথা ঠোকে। সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার সহযোগের দ্বারা ভারতের পতনকে ঠেকিয়ে রাখে। অন্য কোনো ভূমি ভারতের মতো এত সুখী এবং পবিত্র হয়না। উঁচুর থেকেও উঁচু ভারত ভূমির-ই মহিমা করা হয়। বাবা-ই পুনরায় ভারতকে নুতন বানান। কোনো মানুষকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। আর ঈশ্বরও সবার মধ্যে থাকেন না। কিন্তু ৫ তা শয়তান সবার মধ্যেই রয়েছে। এই ৫ বিকারকে একসাথে রাবণ বলা হয়। বর্তমানে এটা হল রাবণ-রাজ্য। সবাই এখন বিকারী এবং পতিত। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। ভারতে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করত। ড্রামা অনুসারে এখন ভারত পুনরায় হয়ে গেছে। নুতন সৃষ্টি থেকে পুরাতন অবশ্যই হবে। ভারতে একটাই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। যেটা বেহদের বাবা এই মাতাদের দ্বারা স্থাপন করেন। মাতারাই তো শিবশক্তি সেনা, তাই না? জগৎ অম্বারও গায়ন রয়েছে। মানুষ জানেই না যে উঁচুর থেকেও উঁচু কে। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তারপরে আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে কি পার্ট (ভূমিকা) আছে? তিনি এসে ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করেন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা ভারতকে পবিত্র বানানোর উদ্দেশ্যে রাখি পরাও। হে বাবা, আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাব এবং তারপর রাজত্ব করব। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা এবং জগদম্বা হলেন সকলের মাতা। ভারতবাসীরা গায়ন করে – তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...। স্বয়ং এসে পড়াচ্ছেন। এটাই হল তাঁর কৃপা। এর দাঁড়ায় আমরা ভবিষ্যতে অনেক সুখ পাব। এখানে তো অনেক দুঃখ। তাই একে নরক বলা হয়। দৈবী-দুনিয়া থেকে আসুরিক-দুনিয়া হয়ে যায়। দৈবী -দুনিয়াতে অন্য কোনো ভূমি ছিল না। বেহদের বাবা এসেই বাচ্চাদেরকে এই অসীম দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝান। অন্য কেউ এইসব বোঝাতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা কর – হে বাবা, তুমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এসেছ। আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে স্বর্গ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বানাব এবং তারপর সেখানে রাজত্ব করব। এটাই হল রাজযোগের শিক্ষা। সন্ন্যাসীদের হল হঠযোগ, তারা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে। তোমাদেরকে এইসব ছাড়তে হবে না। এই পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে হবে। তোমরা এখন নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছ। বাবা স্বয়ং গাইড হয়ে এসেছেন। তিনি হলেন লিব্রেটর (মুক্তিদাতা)। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। ভারত হল শিববাবার জন্মভূমি। সোমনাথের মন্দিরও এখানেই আছে। মানুষ এটাই ভুলে গেছে যে ভারত কত মহান তীর্থক্ষেত্র। সকল মানুষের পিতা, যিনি সবাইকে সুখ-শান্তি দেন, তাঁর জন্মভূমি। সবার উচিৎ ভারতে এসে শিবের মন্দিরে শিবকে প্রণাম করা। ভগবানের মত হল সবথেকে শ্রেষ্ট। শ্রী শ্রী শিববাবা অসীম সুখ প্রদান করেন। বাবার কাছ থেকেই সুখ পাওয়া যায়। বিনাশ অতি নিকটে। এই মহাযুদ্ধের দ্বারা সুখধাম এবং শান্তিধামের গেট খুলবে। তোমরা বি.কে.-রা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য শরীর-মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সেবা করছ। যেমন মহাত্মা গান্ধীর মত অনুসারে সবাই শরীর-মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সেবা করে বিদেশী রাজ্যকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন অনেক দুঃখ। এখন এই রাবণের ওপরে বিজয়ী হতে হবে। অর্ধেক কল্প হল রাবণ রাজ্য এবং অর্ধেক কল্প হল রাম রাজ্য। দ্বাপরযুগ থেকে দেহ-অভিমানে আসার ফলে বাবাকে ভুলে যায় এবং বাবাকে না জানার জন্য লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। সুতরাং ভারতবাসীরা যখন দুঃখী হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন বাচ্চাদের ভাগ্যকে জাগানোর জন্য। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো একটা পাঠ। বাবা এসেই সমস্ত নলেজ দেন। কারণ তিনি হলেন নলেজফুল। তিনি বলছেন, আমার

মধ্যে পুরো চক্রের জ্ঞান আছে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপর রাম-সীতার রাজত্ব ছিল। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। যেমন রাজা-রানী, তাদের প্রজারাও সেইরকম ছিল। সেটা ছিল ধর্মের পরিণাম। এখন তো ঘরে ঘরে দুঃখ। বাবা এসে সবাইকে সুখী বানান। তোমরা ভারতমাতারা হলে শক্তিসেনা। এইটা তোমাদেরই মন্দির। এখন তোমরা বসে বসে রাজযোগ করছ। এটা হল রাজযোগের পাঠ। তোমাদেরকে গড ফাদার পড়াচ্ছেন। বাবা এসেই তোমাদের মতো মাতাদের দ্বারা সকলের ভাগ্য জাগান। পরমপিতা পরমাত্মার বন্দনা করা হয়। দেবতাদেরও বন্দনা করা হয়। পতিত মানুষরা তো সন্ন্যাসীরও বন্দনা করে। তোমাদের মতো মাতাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় বন্দে মাতরম্। তোমাদের মতো মাতাদের দ্বারাই ভারত স্বর্গ হয়। পবিত্রতা ছাড়া সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। যে বাবার বাচ্চা হবে, বাবাকে স্মরণ করবে, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একজনের সাথে থাকবে – সে-ই শিববাবার কাছে চলে যাবে। ভারতেই বাবা অবতরিত হন। তোমরা কতই না দুঃখী ছিলে! কত বাচ্চা এখানে সুখ পাওয়ার জন্য এসেছে। তোমরা সকলের রুহানি সোশ্যাল সার্ভিস কর। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, রাবণের ওপরে বিজয়ী হয়ে স্বর্গের মালিক হও। নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা অর্গানস্ (অঙ্গ) দ্বারা শোনে। আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের সংস্কার রয়েছে। যারা আগে আসে তারা পুরো ৮৪ জন্ম নেবে। যারা পরে আসবে তারা কম নেবে। ভারত একসময় মুকুটধারী ছিল। সেই ভারতই এখন কাঙাল হয়ে গেছে। পুনরায় মুকুটধারী হচ্ছে। এটা হল সেই লড়াই যেটা ৫০০০ বছর আগে হয়েছিল। যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়েছিল। তোমাদের এটা রাজযোগের পড়া। সন্ন্যাসীদের হঠযোগ। তোমাদের বাচ্চাদেরকে পুরাতন দুনিয়াকে ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ নাশ হবে। পবিত্র হওয়ার জন্য এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা!
মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস – 28-06-68
এখানে যারা বসে আছে, তারা বোঝে যে আমরা হলাম আত্মা এবং সম্মুখে বাবা বসে আছেন। এটাই আত্ম-অভিমানী হয়ে বসা। সবাই এইভাবে বসে নেই যে আমরা হলাম আত্মা এবং আমরা বাবার সামনে বসে আছি। বাবা স্মরণ করিয়ে দিলে স্মৃতিতে আসবে এবং অ্যাটেনশন দেবে। এইরকম অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। এখানে বসে থাকা সত্ত্বেও তাদের কান যেন বন্ধ আছে। বুদ্ধি বাইরে কোথাও না কোথাও দৌড়াতে থাকে। যেসব বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছে, তারা উপার্জন করছে। অনেকেরই বুদ্ধির যোগ বাইরের দিকে থাকে। তারা যেন এই যাত্রাতেই নেই। সময় নষ্ট হয়। বাবাকে দেখলেও বাবার কথা মনে আসবে। সেটাও অবশ্যই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। কারও কারও পাক্কা অভ্যাস হয়ে যায়। আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা যেহেতু নলেজফুল, তাই বাচ্চাদের মধ্যেও নলেজ এসে যায়। এখন ফেরত যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। তাই এখন পুরুষার্থ করতে হবে। অনেক সময় চলে গেছে, আর সামান্য অবশিষ্ট আছে। পরীক্ষার দিনেও অনেকে পুরুষার্থ করতে লেগে যাবে। তারা বুঝবে যে নাহলে হয়তো অনুত্তীর্ণ হয়ে যাব এবং পদও অনেক কম হয়ে যাবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ তো চলছেই। দেহ-অভিমানের কারনে কোনো বিকর্ম হলে তার জন্য দন্ড একশো গুণ হয়ে যাবে। কারণ সে আমাদের নিন্দা করায়। এইরকম কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে বাবার নাম বদনাম হয়। তাই গায়ন আছে – সদগুরুর নিন্দুক ঠৌর পাবে না। ঠৌর মানে বাদশাহী। এখানে বাবা-ই পড়ান। অন্য কোনো সৎসঙ্গে কোনো এম অবজেক্ট নেই।

এটা হল আমাদের রাজযোগ। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না যে আমি রাজযোগ শেখাই। ওরা তো মনে করে যে শান্তিতেই সুখ আছে। ওখানে সুখ-দুঃখের কোনো প্রশ্নই নেই। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। তখন বোঝা যায় যে এর ভাগ্যেই কম আছে। তাদের ভাগ্যই সবথেকে ভাল, যারা প্রথম থেকেই ভূমিকা পালন করছে। ওখানে এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে তো কোনো সংকল্পই চলে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতরণ করেছি। বিভিন্ন নাম এবং রূপ ধারণ করি। এটা তো ড্রামা, তাই না? আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয় সুখ আছে। অন্তরে খুশি হয়। এইরকম হলে তাকে দেহী-অভিমানী বলা হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা হলে স্টুডেন্ট। তোমরা জানো যে আমরা দেবতারা স্বর্গের মালিক হব। কেবল দেবতা নয়, আমরা বিশ্বের মালিক হব। এইরকম অবস্থা তখনই স্থায়ী হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেটা তো অবশ্যই হবে। তোমরা বুঝেছ যে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে রয়েছি। স্বর্গের বাদশাহী তো অবশ্যই পাব। যে অনেক সেবা করবে, সে উঁচু পদ পাবে। কারোর অন্তরে অনুভব হবে যে আমি কম পদ পাব। যে যত বেশি সেবা করে, অনেকের কল্যাণ করে, সে অবশ্যই উঁচু পদ পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখানে এইরকম সংগঠিত রূপে যোগ করা সম্ভব। বাইরে সেন্টারে তো এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। চারটার সময়ে এসে বিধিপূর্বক ভাবে বসা – এইসব ওখানে কিভাবে সম্ভব? না, হয়তো যারা সেন্টারে থাকে তারা বসতে পারবে। কিন্তু যারা বাইরে থাকে, তাদেরকে ভুলেও ডাকা যাবে না। বর্তমান সময় সেইরকম নয়। এটা এখানেই ঠিক আছে। সবাই তো ঘরেই বসে আছে। ওখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। এই নিয়ম টা কেবল এখানের জন্যই। জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আমরা হলাম আত্মা। এটা হল তার অকাল তখত। এইরকম অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলছি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণ, ভালোবাসা, শুভরাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের শরীর-মন এবং সম্পত্তির দ্বারা রুহানি সোশ্যাল সার্ভিস করতে হবে। রাবণের ওপরে বিজয়ী হয়ে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে।

২) অপার সুখ পাওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান:- বুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্প সমূহের ভোজন গ্রহন করে সদাকালের জন্য স্বচ্ছ হোলি-হংস হও

হোলি-হংস কখনো জ্ঞানের রত্ন ছাড়া অন্য কিছু বুদ্ধি দ্বারা গ্রহন করে না। ব্রাহ্মণ আত্মারা, যারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ, তারা কখনো হীন কথাবার্তা ব্যবহার করে না। হোলি-হংস মানে সর্বদা স্বচ্ছ এবং পবিত্র। পবিত্রতাই হল স্বচ্ছতা। হোলি-হংস কোনো অশুদ্ধ সংকল্পও করতে পারে না। সর্বদা শুদ্ধ

সঙ্কল্প সমূহের ভোজন খাওয়ার জন্য হোলি-হংস সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকে। তার কারোর প্রভাব পড়তে পারে না।

স্লোগান:- নিজের মন দ্বারা শান্তি-কুন্ডকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম শান্তিপ্রিয় আত্মা হও।